১০ মার্চ ২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নাগরিকের পরিচয় সংশ্লিষ্ট নথি সমূহে (জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্ট) বাবা ও মা এর নামের পাশাপাশি একজন আইনগত অভিভাবকের নাম অন্তর্ভুক্তিকরণের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না- এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের রুল জারি ও নির্দেশনা প্রদান

মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার ও মাননীয় বিচারপতি কাজী জিনাত হক এর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা (রিট পিটিশন নং ২৯৩১/২০২৪) এর প্রাথমিক শুনানি শেষে একজন নাগরিকের জৈবিক অভিভাবকের নাম বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ/অন্তর্ভুক্ত না করে; বাবা বা মা বা আইনগত একজন অভিভাবকের নাম উল্লেখ করে উক্ত নাগরিকের পরিচয় সংশ্লিষ্ট নথি সমূহ (জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্ট) সংশ্লিষ্ট সকল পরিপত্র, অনলাইন ও অফলাইন ফর্ম এবং টেমপ্লেটগুলি সংশোধনের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না এবং অভিভাবকের পরিচয় বিহীন নাগরিকের পরিচয় বহনকারী নথিতে অবমাননামূলক শব্দ, যথা 'জানা নেই' পরিমার্জনের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না- এ মর্মে সরকারের এ সকল বিভাগকে যথাক্রমে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়; ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর; নির্বাচন কমিশন; রেজিস্ট্রার জেনারেল (জন্ম ও মৃত্যু) এ সকলে বিভাগ এর প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করেন।

আদালত সরকারের সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়; নির্বাচন কমিশন; রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এর প্রতি প্রতি নোটিশ জারির আগামী ০৪ মাস (১০ জুলাই ২০২৪) এর মধ্যে, পরিচয় সংশ্লিষ্ট নথি সমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

একজন আবেদনকারীর পক্ষে ডা. ফওজিয়া মোসলেম, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বলেন, "*হাইকোর্ট এর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের অ্যাডভোকেসি করতে হবে। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। এর মাধ্যমে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হলাম কিন্তু ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড বাস্তবায়ন করতে হবে*"।

একজন আবেদনকারীর পক্ষে নারীপক্ষের সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার বলেন, "*দেশের সকল নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে একটি সময়োপযোগী আদেশ। এই আদেশ বাস্তবায়নে আমাদের সংশ্লিষ্টদের সাথে কাজ করতে হবে। ফলে বৈষম্য দূরীকরণে আরও কয়েকধাপ অগ্রসর হবার সুযোগ তৈরি হবে*"।

আবেদনকারীদের পক্ষে আজ মামলাটি পরিচালনা করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট সারা হোসেন। তাঁকে সহায়তা করেন সুপ্রীম কোর্ট এর আইনজীবী অ্যাড. আইনুন্নাহার সিদ্দিকা, অ্যাড. আয়েশা আক্তার, অ্যাড. প্রিয়া আহসান চৌধুরী । রাষ্ট্র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল অ্যাড. অমিত দাস গুপ্ত ।

প্রেক্ষাপট: আইনত বাধ্যতামূলকভাবে পরিচয়পত্রে (জন্ম নিবন্ধন, এনআইডি, পাসপোর্ট) পিতা ও মাতার নাম অন্তর্ভুক্ত করার কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও, এ বিষয়ে বিদ্যমান ফর্ম ও আবেদনপত্রগুলি একরূপ নয়। কিছু ক্ষেত্রে, নাগরিকরা শুধুমাত্র অভিভাবকের নাম উল্লেখ করে পরিচয়পত্রের জন্য অনলাইন আবেদন জমা দিতে পারেননি, অথবা পিতা-মাতার নাম উল্লেখ করতে না পারলে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ (যেমন: ই-পাসপোর্টের জন্য) সম্পন্ন করতে পারেননি। এ ধরণের ফর্মের পরিবর্তন প্রয়োজন, যাতে সকল নাগরিক এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি সংগ্রহ করতে পারে, যা তাদের মৌলিক অধিকার এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ অত্যাবশ্যকীয় সেবাগুলি লাভের জন্য প্রয়োজনীয়।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

- কমিউনিকেশন বিভাগ, ব্লাস্ট , ইমেইল: communication@blast.org.bd
- অ্যাডভোকেট আয়েশা আক্তার, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ইমেইলঃ ayesha@blast.org.bd